Released: 30-7-1938

দেবদত্ত ফিল্মসের
নিবেদন—

গোরা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী হইতে

দেবদত্ত ফিল্মসের চিত্র-সৃষ্টি

গোরা

পরিচালক

নরেশ মিত্র

চিত্র পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড

চিত্র-শিল্পী :
যশোবন্ত ওয়াশীকর
মণী গুহ

শব্দ-যন্ত্রী :
সত্যেন দাস গুপ্ত
চুণীলাল দাস

চিত্র-সম্পাদক :
ভোলানাথ আঢ্য
রাজেন চৌধুরী

ব্যবস্থাপক :
সমর ঘোষ
সরোজ ব্যানার্জ্জি

রসায়নাগার শিল্পী :
ভুবন কর
ধীরেন দে
উমা মল্লিক

আবহ সঙ্গীত :
মিঃ আই, এস, ফ্রাঞ্জ

সঙ্গীত-পরিচালক :
কাজী নজরুল ইসলাম
কালীপদ সেন

সহকারী পরিচালক :
সমর সেন গুপ্ত

দৃশ্য সজ্জাকর :
ত্রিপুরা ব্যানার্জ্জি

চিত্রকর :
রমেশ দে
পাঁচু শীল

মঞ্চ-শিল্পী
মহাবীর মিস্ত্রী
শৃঙ্গেশ্বর মিস্ত্রী

রূপ সজ্জাকর :
মণী মিত্র

স্থির চিত্র-শিল্পী
মণী গুহ
সমর রায়

চরিত্র লিপি

গোরা	... ...	জীবন গাঙ্গুলী
সুচরিতা	... ...	রাণীবালা
ললিতা	... ...	প্রতিমা দাস গুপ্তা
লাবণ্য	... ...	রমলা
আনন্দময়ী	... ...	রাজলক্ষ্মী
হরিমোহিনী	... ...	দেববালা
বিনয়	... ...	মোহন ঘোষাল
হারাণ	... ...	নরেশচন্দ্র মিত্র
পরেশ বাবু	... ...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মহিম	.. ...	রবি রায়
নায়েব	... ...	রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
নকুলেশ্বর	... ...	ললিত মিত্র
কৃষ্ণদয়াল	... ...	বিপিন গুপ্ত
বরদা সুন্দরী	... ...	মনোরমা
মহিমের স্ত্রী	... ...	সুহাসিনী
শশিমুখী	... ...	ইলা দাস
লীলা	... ...	বীণা
অবিনাশ	.. ...	বিনয় মুখার্জ্জি
রমাপতি	... ...	বেচু সিং
জীবন পরামাণিক	...	জীবন চট্টোপাধ্যায়
সতীশ	. ...	মঞ্জু দাস
পরাণ	... ...	ত্রিপুরা ব্যানার্জ্জি
সুধীর	... ...	সরোজ ব্যানার্জ্জি
কেষ্ট ছুতোর	... ...	গিরিজা মিত্র
বিশেষ নৃত্য	...	অরুণা দাস

গোরা

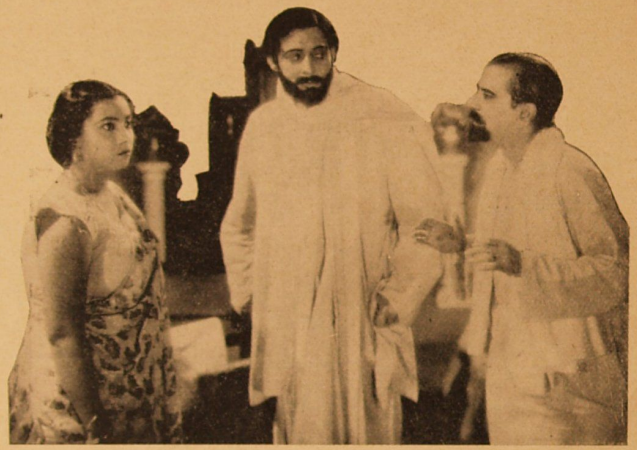

কাহিনী

সিপাহী বিদ্রোহের পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পরের কথা।

বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নানা দিকে তখন পাশ্চাত্য ভাব ধারার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ভগ্নস্তূপ হইতে ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গালী নিজেকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে।

কৃষ্ণদয়াল বাবু সিপাহী বিদ্রোহের আমলে সামরিক বিভাগে চাকরী করিতেন, বর্ত্তমানে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। এককালে তাঁহার সমাজ সংস্কারের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মতামত পোষণ করিতেন। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৃদ্ধ বয়সে তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছেন। যে ঘরটিতে থাকেন তাহার নাম দিয়াছেন 'সাধনাশ্রম'। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীর সংসর্গে জপ তপ ও সাধনা করিয়াই তাঁহার দিন কাটে।

কৃষ্ণ দয়াল বাবুর দুই পুত্র—গোরা ও মহিম। মহিম সাধারণ ভাবে সংসারী, স্ত্রী-কন্যার সংসার ও চাকরী লইয়াই তাহার জীবন, গোরা কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে একেবারে আলাদা। তাহার বলিষ্ঠ দেহ তপ্ত গৌর কান্তি হইতে যে তেজ বাহির হয় তাহা শুধু শারিরীক স্বাস্থ্যের নয় মানসিক বলিষ্ঠতারও লক্ষণ। দেশ ও হিন্দু সম্বন্ধে গোরার উৎসাহ অত্যন্ত প্রচণ্ড। বন্ধু বিনয়ের সহিত পূর্ব্বে কিছুদিন সে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একেবারে খড়্গহস্ত।

বিনয় ছেলেবেলা হইতে গোরার সাথী। একসঙ্গে দু'জনে পড়া শুনা করিয়াছে, একসঙ্গেই দুজনে একই ভাবধারার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে ইদানিং যেন একটু পার্থক্য দেখা যায়।

বিনয়ের জীবনে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেই তাহার সূত্রপাত। বিনয়ের বাড়ির সামনের পথে একটি ছ্যাকরা গাড়ি হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। গাড়ীতে আরোহী ছিলেন তিনজন। ঋষিপ্রতিম সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ পরেশ বাবু, তাঁহার পালিতা কন্যা সুচরিতা ও সুচরিতার সহোদর ভ্রাতা সতীশ। বিনয় তাহার ঘরের জানলা হইতে দুর্ঘটনাটি দেখিতে পায় ও নামিয়া আসিয়া বিপন্ন আরোহীদের নামাইয়া তাহার গৃহে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের বাড়ি ফিরিবার ব্যবস্থা করে।

বিনয়ের সঙ্গে পরেশ বাবুর সেই সময়েই আলাপ হয়। পরেশবাবু বিনয়কে তাঁহার বাড়িতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যান।

এই ব্যাপার লইয়াই গোরার সহিত বিনয়ের মতভেদ হয়। পরেশ বাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার বাড়ির মেয়েরা পুরুষদের সামনে বাহির হয়, সহজ ভাবে মেশে। সে বাড়িতে বিনয়ের যাওয়া গোরা পছন্দ করে না। বিনয় ক্রমশঃ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পথভ্রষ্ট হইবে ইহাই সে আশঙ্কা করে। বিনয় কিন্তু গোরার এ ধারণার প্রতিবাদ করে।

গোরার উগ্র কঠোর হিন্দুত্ব তাহার মা আনন্দময়ীকেও ভাবিত করে। আনন্দময়ী মহিয়সী হিন্দু মহিলা, তাঁহার মানসিক ঔদার্য্য ও চরিত্র-মাধুর্য্য অসাধারণ। স্বামীর গোঁড়ামির প্রভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার ঘরে খৃষ্টান দাসী অবাধে স্থান পায়। গোরার আচার নিষ্ঠা ও জাতিবিচারে তিনি হাসেন, বলেন—গোরাকে কোলে পাইয়াই তিনি জাতি ভাসাইয়া দিয়াছেন। আনন্দময়ী স্বামী কৃষ্ণদয়ালের কাছে গোরার কথা তোলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গোরা ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত বন্ধ করিয়া গোঁড়া হিন্দু হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদে খুশী হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণদয়াল বাবু বিরক্তই হন।

তিনি নিজে হইতেই এক সময়ে গোরাকে তাঁহার বাল্যবন্ধু পরেশ বাবুর বাড়িতে যাইয়া দেখাশোনা করিবার কথা বলিলেন। গোরা পিতার কথা রাখিবার জন্য একেবারে বর্ত্তমান কালের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের

মত একদিন পরেশ বাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল; কপালে তাহার গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা জামা, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা।

বিনয়ও সেদিন দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত। সেই পথে যাইবার সময় বালক সতীশ তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া আনিয়াছে। গোরা আসিবার পূর্ব্বেই পরেশ বাবুর স্ত্রী বরদা সুন্দরী ও তিন কন্যা ললিতা, লাবণ্য, ও লীলার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে। বিনয় কৃতবিদ্য সুপাত্র বুঝিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার বিদুষী কন্যাদের গুণপণা তাহার কাছে প্রকাশ করিতে ভোলেন নাই।

গোরা আসিয়া প্রবেশ করিবার পর ঘরের হাওয়া একটু বদলাইয়া গেল। বিনয় বেশ একটু সঙ্কুচিত হইল। আর কাহারও না হউক ললিতার দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না।

বরদা সুন্দরী গোরাকে দেখিয়া খুশী হন নাই। গোরার উদ্ধত হিন্দুত্ব তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য ও বিরক্তিকর। কিন্তু গোরার সত্যকার সংঘর্ষ বাধিল হারাণ বাবুর সঙ্গে। হারাণ বাবু পরেশ বাবুর পরিবারে বিশেষ পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, সুচরিতার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা একরকম স্থির হইয়া আছে বলিয়াই সকলে জানে। হারাণ বাবুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা অতি উচ্চ। নিজেকে তিনি একজন বড়দরের সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার মুখে দেশের নিন্দা শুনিয়া গোরা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র ভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল—দেশকে সংশোধন করার চেয়ে বড় কথা ভালবাসা। দেশকে ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে শিখিলে তার সংশোধন ভেতর হইতে আপনি হইবে।

কিছুক্ষণ বাদে গোরা ও তাহার পর বিনয় বিদায় লইবার পর হারাণ বাবু সকলের সঙ্গে এভাবে বাড়ির মেয়েদের সহিত আলাপ করান অন্যায় বলিয়া পরেশ বাবুর কাছে অনুযোগ করিলেন।

ললিতা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—'বাবা সে নিয়ম মানলে আপনার সঙ্গেও ত আমাদের পরিচয় হ'ত না।'

ইহার পর পরেশবাবুর বাড়িতে যাওয়া লইয়া বিনয় ও গোরা এই দুই অকৃত্রিম বন্ধুর মধ্যে ব্যবধান যেন বৃদ্ধিই পাইবার উপক্রম হইল।

হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকল্পে সঙ্কীর্ত্তনের মিছিল করিয়া যাইবার সময় একদিন গোরা নিজেই বিনয়কে পরেশ বাবুর কন্যাদের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বাহির হইতে দেখিল। গোরার অন্যতম ভক্ত অবিনাশ জানাইতে ভুলিল না যে বিনয় প্রায় পরেশ বাবুর বাড়ির মেয়েদের লইয়া সমাজে যায়।

এদিকে মহিম তাহার বার বৎসরের কন্যা শশীর বিবাহের ভাবনায় অস্থির হইয়া এক সময়ে আবিষ্কার করিল যে একটি পরম সুপাত্র একেবারে তাহার হাতের কাছে রহিয়াছে এবং সে হইল গোরার বন্ধু বিনয়। গোরার কাছে এই বিবাহের প্রস্তাবের কথা সে তুলিল। বিনয় ব্রাহ্ম সমাজে মিশিতেছে, সুতরাং এ বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া গোরা প্রথমে কথাটা উড়াইয়া দিল। কিন্তু সেই দিনই বিনয় তাহার কাছে আসিয়া হাজির। আনন্দময়ীর মধ্যস্থতায় দুই জনের মিটমাট হইয়া গেল। ঠিক হইল বিনয় শশীমুখীকেই বিবাহ করিবে।

দুই জনের বন্ধুত্বের ধারা তবুও খুব মসৃণভাবে তাহার পর বহিয়া গেল না। বিনয়ের সামনেই অবিনাশ একদিন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া গোরাকে জানাইল যে বিনয় পরেশবাবুর বাড়ির মেয়েদের লইয়া সার্কাসে গিয়াছিল। অবিনাশের কথার ধরণে বিনয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। মহিম সেই সময়েই আসিয়া শশীমুখীর

সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব পাকা করার কথা তোলায় সে জানাইল যে কয়েকটি কারণে বিবাহ হইতে বিলম্ব হইবে। গোরা এ কথায় উষ্ণ হইয়া উঠিয়া জানাইল যে মহিমকে মিছামিছি কথা দিয়া অনিশ্চিতের মধ্যে রাখিয়া কষ্ট দেওয়া বিনয়ের উচিত নয়। বিনয় হঠাৎ যেন নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ অভিমান ক্রোধের উচ্ছ্বাস হইয়া বাহির হইয়া গেল, সে বলিয়া বসিল, যে, কথা সে দেয় নাই। গোরা তাহার কাছ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়াছে।

রাগিয়া উঠিয়া গোরা তাহার দাদা মহিমকে ডাকিয়া শুনাইয়া দিল যে গোড়া হইতেই বিনয়ের সহিত শশীমুখীর বিবাহে তাহার অমত সে জানাইয়াছিল। ঘটকালী করা তাহার ব্যবসা নয়। সে এসব কথার ভিতর নাই।

গোরার রাগ দেখিয়া বিনয় অত্যন্ত লজ্জিত হইল। সে মহিমকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল শশীমুখীর সহিত অবিলম্বে তাহার বিবাহ হইতে পারে। মহিম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আনন্দময়ী বিনয়ের মনের গোপন বাধা বুঝিয়া মৃদু আপত্তি জানাইলেন কিন্তু বিনয় মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে দেখা গেল।

গোরা সেই দিনই একটি পোঁটলা ও লাঠি সম্বল করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। দেশের গ্রামগুলির অভাব অভিযোগ ও সমস্যা নিজের চক্ষে দেখিয়া

বুঝিবার সঙ্কল্প তাহার আগে হইতেই ছিল। বিনয়ের সহিত মনান্তর তখন তাহার কাটিয়া গিয়াছে।

পরেশবাবুর পরিবারে ইতিমধ্যে গোরা ও বিনয়ের অলক্ষ্য প্রভাবে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ও সম্মান হারাইবার সম্ভাবনায় হারাণবাবুর আচরণ ক্রমশঃ শোভনতার ও সংযমের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। বেনামীতে কাগজে লিখিয়া গোরাকে আক্রমণও তিনি সুরু করিয়াছেন। হুগলীর কৃষি-শিল্প সম্মিলনে

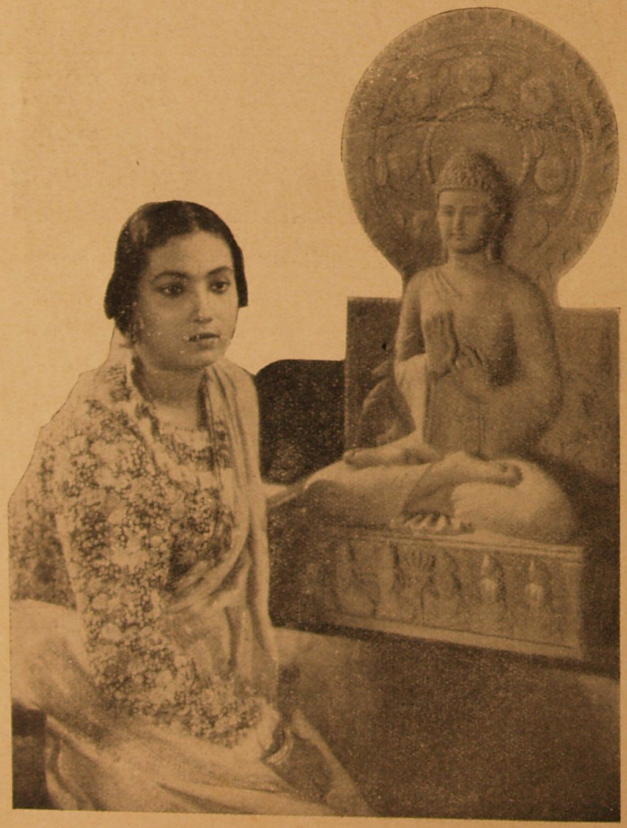

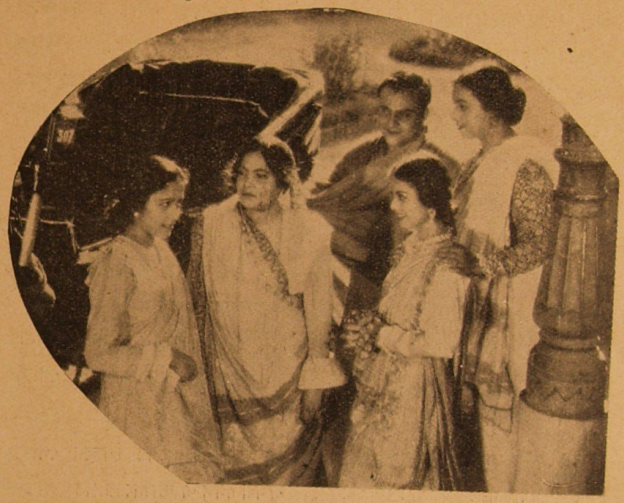

পরেশবাবুর পরিবারের মেয়েদের সাহায্যে তিনি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিনয়কে তাহার মধ্যে জড়িত হইতে হইয়াছে। প্রতিদিন হারাণবাবুর তত্ত্বাবধানে সুচরিতা, ললিতা প্রভৃতিকে লইয়া আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মহলা পরেশবাবুর বাড়িতে বসে। হারাণবাবুর অন্যায় কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তার বিরুদ্ধে সেখানেই একদিন প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত দেখা গেল। হারাণবাবু জানিতে পারিলেন সুচরিতা গোরার রচনা ও মতামত সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিতা। তাঁহার উপর সে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। ললিতার অবাধ্যতার পরিচয় পাইয়া ও সেই সঙ্গে গোরার বিরুদ্ধে নিজের বেনামীতে লিখিত রচনা ছিন্ন অবস্থায় দেখিয়া তিনি বুঝি একটু ভীতই হইলেন। পরেশবাবুর কাছে গিয়া সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ শীঘ্রই যাহাতে হয় তাহার প্রস্তাব করিলেন। পরেশবাবু কিন্তু এবিষয়ে সুচরিতার মত জানিয়া কথা দিবেন জানাইলেন।

এদিকে গোরা দেশের পরিচয় লইতে বাহির হইয়া চরঘোষপুর নামে হুগলী জেলার এক গ্রামে আটকাইয়া গিয়াছে। সেখানে নায়েবের অত্যাচারে অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। গ্রামে একদিন নায়েবের কারসাজিতেই এক পাড়ায় আগুন লাগিল। সেখানে এমন একটা পুকুর নাই যে তাহার জল

দিয়া আগুন নেভানো যায়। তবু গোরা তাহার সঙ্গীদের লইয়া গ্রামবাসীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিল। নায়েব শেখর চক্রবর্ত্তী তাহাতে গোরা ও তাহার দলবলের উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাউনলোর কাছে মিথ্যা করিয়া লাগাইলেন যে গোরাদের দল প্রজাদের খাজনা বন্ধ করিতে ক্ষেপাইতেছে। ব্রাউনলো সাহেব উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাহার পর সেই দিনই গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগের কথা ব্রাউনলো সাহেবের কাছে বলিতে গিয়া গোরাকে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইল।

এই ব্রাউনলো সাহেবেরই নিমন্ত্রণে হুগলী কৃষি-শিল্প সম্মিলনে অভিনয়-অনুষ্ঠানের জন্য আসিয়া পরেশবাবুর পরিবারের সহিত বিনয় হুগলীর ডাকবাংলোয় উঠিয়াছে। সেখানে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের জন্য মহলা চলিতেছে এমন সময় অবিনাশ আসিয়া খবর দিল যে চরঘোষপুরের নায়েবের চক্রান্তে ফৌজদারী মামলায় গোরার এই মাত্র ছয় মাস জেলের আদেশ হইয়াছে।

বিনয় তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাহির হইয়া অবিনাশের পিছনে গোরার সহিত দেখা করিতে ছুটিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল এ ব্যাপারের পর অভিনয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

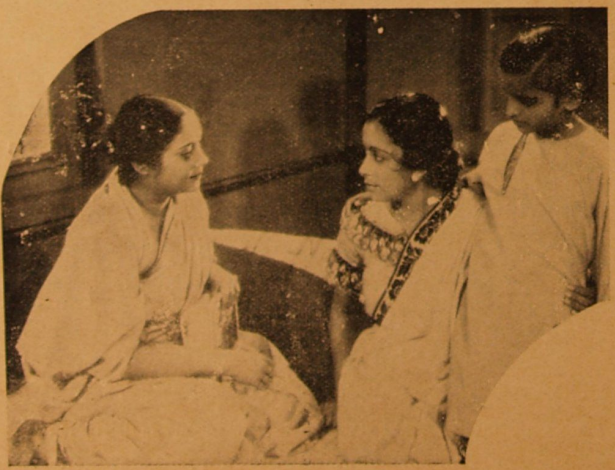

বিনয় চলিয়া যাইবার পর ললিতাও তাহার মত স্থির করিয়া ফেলিল। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একাই সে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ষ্টীমারে গিয়া উঠিল। গোরার সহিত দেখা করিয়া আনন্দময়ীকে খবর দিবার জন্য বিনয়ও সেই ষ্টীমারে যাইতেছে। ঘটনাচক্রে আদর্শের ঐক্যের ভিতর দিয়া দুইটি তরুণ তরুণী সেদিন নিজেদের হৃদয়ের মিলও আবিষ্কার করিল।

ইহার পর পরেশবাবুর পরিবারে বেশ একটা আলোড়ন সুরু হইল। ললিতার বিনয়ের সহিত একা চলিয়া আসা লইয়া হারাণবাবু যতদূর সম্ভব গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে ত্রুটি করিলেন না। সুচরিতার এক মাসিমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা হরিমোহিনী দেবীর আবির্ভাবে গোলোযোগ আরো জটিল হইয়া উঠিল। বরদা সুন্দরী অনিষ্টকর হিন্দু প্রভাবের নামে হরিমোহিনীকে বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হইলেন না। পরেশ বাবু সুচরিতার পিতৃধনে তাহার জন্য দুইটি বাড়ি কিনিয়াছিলেন। তাহারই একটিতে সুচরিতা ও সতীশ হরিমোহিনীর সঙ্গে তাঁহার পরামর্শে উঠিয়া গেল। যাইবার আগে হারাণবাবুকে সে স্পষ্টই একদিন জানাইয়া গেল যে হারাণবাবুর সহিত বিবাহে তাহার মত নাই।

চারিদিকে নিজের প্রভাব খর্ব্ব হইতে দেখিয়া হারাণবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। এক বন্ধুকে লিখিত ললিতার একটি পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া তিনি পরেশবাবুকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। একজন হিন্দু যুবকের সহিত ললিতাকে মিশিতে দেওয়া পরেশবাবুর পক্ষেই অন্যায় হইয়াছে এই হারাণবাবুর অভিযোগ। ললিতা আহত ও উত্যক্ত হইয়া বলিয়া দিল যে বিনয়ের সহিত তাহার বিবাহ সে কিছুমাত্র অন্যায় বা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। বিনয় যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা না লয় তবুও।

বিনয় সত্যই ললিতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু হিন্দু সমাজের সে কেহ নয়, একথা স্বীকার করিতে সে রাজী হইল না। সমাজের কাছে নয়, পরেশ বাবুর কাছে দীক্ষা লইতে সে আগ্রহ জানাইল। ললিতাও তাহাতে সায় দিয়া জানাইল যে হিন্দু মতে বিবাহে তাহার কোন আপত্তি নাই। বরদাসুন্দরী কিন্তু হারাণ বাবুর দলে হইয়া বিনয়কে তাঁহার বাড়িতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। শুধু ঋষিপ্রতিম পরেশ বাবু তাহাদের বিবাহে নিজের আশীর্ব্বাদ ও সম্মতি দিলেন।

গোরা ততদিনে জেল হইতে ফিরিয়াছে। এতদিনের কারাবাসের গ্লানি দূর করিবার জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল কিন্তু কৃষ্ণদয়াল বাবুর তাহাতে

ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল। ললিতার সহিত বিনয়ের বিবাহের কথাও গোরা শুনিল; শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সে সুচরিতার বাড়িতে এই ব্যাপার লইয়াই আলোচনা করিতে গেল। সুচরিতার মনে ইতিমধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার পরিচয় পাইয়া গোরা কিন্তু শুধু আঘাত করিয়াই ফিরিয়া আসিতে পারিল না। তাহাকে আবার সুচরিতার কাছে যাইতে হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এমন কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—তোমার সঙ্গে এক দৃষ্টিতে ভারত জননীকে আমি সম্মুখে দেখব এই আকাঙ্খা আমায় দগ্ধ করছে। তুমি না পাশে দাঁড়ালে মার সেবা সুন্দর হবে না·····

বিনয় সম্বন্ধে গোরার মন কিন্তু তখনও কঠিন। বরদা সুন্দরী আপত্তি করার দরুণ বিনয় ও ললিতার বিবাহের ব্যবস্থা পরেশ বাবুকে অন্যত্র করিতে হইতেছে। আনন্দময়ী সেখানে যাইতেছেন শুনিয়া গোরা প্রথমেই তাঁহাকে বাধা দিতে চাহিল। আনন্দময়ী অবশ্য সে বাধা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পরে

পরেশ বাবু আসিয়া তাহাকে বন্ধুর বিবাহে যাইতে অনুরোধ করায় সে স্পষ্টই বলিয়া দিল, বিনয় তাহার বন্ধু বটে কিন্তু সংসারে তাহাই তাহার একমাত্র বন্ধন নয়।

সুচরিতার মাসিমা হরিমোহিনী দেবী ইতিমধ্যে সুচরিতার সহিত বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার এক বিপত্নীক দেবরকে দেশ হইতে আনাইয়াছেন। সুচরিতা তাহার সহিত বিবাহের কথা আমল না দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। যে গোরার প্রতি একদিন তাঁহার বিশেষ ভক্তি দেখা গিয়াছিল সুচরিতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা লইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। গোরা সেখানে আর কোন দিন আসিবেনা প্রতিশ্রুতি দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার জীবনে কতবড় বিপ্লব যে আসন্ন সে তখনও তাহা জানে না।

গোরার শিষ্যের দল তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছে। তাহারা প্রচার করিতেছে যে গৌরমোহন সমস্ত দেশের হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। মহিম সেখানে তত্ত্বাবধান করিতেছে। গোরা তখনও অনুপস্থিত। এমন সময়ে তাহাদের বাড়ির চাকর শশব্যস্ত হইয়া আসিয়া খবর দিল যে কৃষ্ণদয়াল বাবু হঠাৎ রক্ত বমি করিতেছেন, অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সে বিনয়ের বিবাহ সভায় আনন্দময়ীকেও খবর দিয়া আসিয়াছে। তিনি মহিমকে অবিলম্বে গোরাকে লইয়া সেখানে যাইতে বলিয়াছেন।

গোরা সভাস্থলে আসিয়া খবর পাইবামাত্র বাড়িতে ছুটিল। পিতার ঘরে যাইবার পথে আনন্দময়ী আসিয়া বলিলেন, ভয় নেই বাবা, উনি এখন অনেকটা ভাল আছেন। তোমাকে গোটা কত কথা বলব।

আনন্দময়ী এতদিন বাদে যাহা বলিলেন তাহাতে গোরা স্তব্ধ হইয়া গেল। স্তব্ধ হইবারই কথা।

গোরার জীবনের কি রহস্য সেখানে উদ্ঘাটিত হইল, কি তাহার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম—গোরা 'চিত্রে'ই তাহা ভাল করিয়া জানা যাইবে।

গান

এক

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো, নিভে গেল দীপের আলো,
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে॥
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি!
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি?
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে॥

দুই

মাতৃ মন্দির পুণ্য-অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে,
বরপুত্র সঙ্ঘ বিরাজো হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজো হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতি দীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজো হে,
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজো হে!
বলো জয় নরোত্তম, পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজো হে!

তিন

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটী কুসুম দে॥
যদি শুধায় কে দিল, কোন ফুল-কাননে,
মোর শপথ, আমার নামটী বলিস্ নে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥
সখি, সে আসি ধুলায় বসে যে তরুর তলে
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস্ বকুল দলে।
সে যে করুণা জাগায় স-করুণ নয়নে,
যেন কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥

চার

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি॥
তুমি এস, হৃদে এস, হৃদি বল্লভ হৃদয়েশ
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুল ডালা,
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুঁথি জাতি॥
তব পদতল লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস সাথী॥

পাঁচ

ঊষা এলো চুপি চুপি রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নব-বধু সম তরুণ অরুণ বুঝি জাগে॥
শুকতারা যেন তার জলভরা আঁখি,
আনন্দে বেদনায় কাঁপে থাকি থাকি,
সেবার লাগিয়া হাত দুটি,
মালার সম পড়ে লুটি,
কাহার পরশ রস মাগে॥

ছয়

রোদন ভরা এ বসন্ত
সখি কখনো আসেনি বুঝি আগে।
মোর বিরহ বেদনা রাঙালো
কিংশুক রক্তিম রাগে॥
দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে!
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে॥
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে
দেওয়া হ'ল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে॥

দেবদত্ত ফিল্মসের পক্ষ হইতে প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রংমশাল প্রেস লিঃ,
৬১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ কর্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

দেব-দত্ত ফিল্মস্